# পাপ পুণ্যের ফলাফল

## ও

# কেয়ামতের সংবাদ

## প্রথম ভাগ

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা
পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

**মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)**

**কর্ত্তৃক** প্রণীত ও

তদীয় ছাহেবজাদা হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর দ্বারা সংগৃহীত ও

মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

**চতুর্থ সংস্করণ সন ঃ ১৪১০ সাল**

সাহায্য মূল্য — ১২ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

# পাপ পুণ্যের ফলাফল ও

## কেয়ামতের সংবাদ।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا

"নিশ্চয়ই বিচার নিষ্পত্তির দিবস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

হজরত জিবরাইল (আঃ) জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিচার দিবস (কেয়ামত) কোন্ দিবস হইবে? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, যেরূপ তুমি উহার নির্দ্দিষ্ট সময় জান না, সেইরূপ আমিও জানি না।

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইবে। এলম (ধর্ম্মবিদ্যা) লোপ পাইবে, অজ্ঞতা, ব্যাভিচার ও মদ্য পানের প্রাদুর্ভাব হইবে। পুরুষের সংখ্যা অল্প ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইবে। এমন কি একজন পুরুষ ৫০ জন স্ত্রীলোকের অভিভাবক হইবে।

সেই সময় অনেক লোক বাতীল ও বেদাত মত প্রকাশ করিবে,

মিথ্যা কথা হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিবে বা আপনাদিগকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করিবে।

সেই সময় মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও সত্য - পরায়ণতা একেবারে থাকিবে না। লোক গচ্ছিত বস্তুকে নষ্ট করিবে এবং অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি মহৎ কার্য্য অর্পিত হইবে।

সেই সময় লোক জাকাত দিতে ত্রুটি করিবে, অর্থ ও সম্ভ্রম লাভ করিবার ইচ্ছায় বিদ্যাভ্যাস করিবে, মসজিদে উচ্চ শব্দ করিবে। পাপাত্মা ও নির্বোধ লোকেরা সমাজের ও দলের নেতা হইবে, মুসলমানেরা গীত-বাদ্য করিতে মত্ত হইবে। লোকে প্রাচীন লোকেদের উপর অভিসম্পাত করিবে। অত্যাচারের ভয়ে একে অন্যের সম্মান ও সমাদার করিবে। মুসলমানেরা রেশমী বস্ত্র পরিধান করা বৈধ্য জানিবে এমতা বস্থায় মানুষের উপর মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। ইহার পরে প্রবল ঝটিকা, ভূমিকম্প, মানুষের ভূমিগর্ভে ধ্বংস হওয়া, রূপ পরিবর্ত্তন হওয়া, আকাশ হইতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হওয়া ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশ পাইবে।

সেই সময় মানুষের উপর এরূপ বিদ সকল উপস্থিত হইবে যে, তাহারা কবরের উপর গড়াগড়ি দিয়া মৃত্যু কামনা করিবে।

সেই সময় অতিরিক্ত রক্তপাত হইবে, বহুবার ভূমিকম্প হইবে এবং প্রায় ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক লোক আপনাদিগকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করিবে।

সে সময় মুসলমানদের উপর এরূপ বিপদ আসিবে যে, তাঁহারা কোন আশ্রয় স্থান পাইবে না। সেই সময় এমাম মেহেদী প্রকাশিক হইয়া আরবের খলিফা হইবেন এবং জগৎকে সুবিচারে পরিপূর্ণ করিয়া ও সাত বৎসর খেলাফত কার্য্য সম্পাদন করণান্তর ইহধাম ত্যাগ করিবেন।

তৎপরে দাজ্জাল প্রকাশ পাইয়া লোকের ইমান নষ্ট করিবে। হজরত ইসা (আঃ) আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দাজ্জালের হত্যা সাধন করিবেন। তৎপরে ইয়াজুজ ও মাজুজ নামক এক বিরাট বাহিনী প্রকাশিত হইয়া মানব জাতির ধ্বংস সাধন করিবে, ইহাতে হজরত ঈসা (আঃ) খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহাদের নিপাত সাধন করিবেন। তৎপরে হজরত ঈসা (আঃ) ইহলীলা সম্বরণ করিবেন। তৎপরে "দাব্বাতোল আরজ" নামক একটি বহুরুপী প্রাণী প্রকাশ পাইয়া জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া ইমানদার ও কাফেরদিগের মদ্যে পৃথক পৃথক চিহ্ন স্থাপন করিবে। তৎপরে পশ্চিম আকাশ হইতে সূর্য্য উদয় হইবে। তৎপরে ভূমিকম্প হইয়া পূর্ব্ব দেশে একস্থান, পশ্চিম দেশে একস্থান ও আরবীয় উপদ্বীপে একস্থান বিধ্বস্ত হইবে। তৎপরে একটি জগদ্ব্যাপী ধূম বাহির হইবে, ইহাতে কাফেরগণ অচৈতন্য ও ইমানদারগণ শ্লেষ্মাক্রান্ত হইয়া থাকিবেন। তৎপরে একটী অগ্নি ইমন দেশ হইতে বাহির হইয়া মানুষকে শাম দেশের দিকে বিতাড়িত করিবে। তৎপরে একটী প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া লোককে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে খোদাতায়ালা একটি বায়ু প্রবাহিত করিবেন — যাহাতে সমস্ত ইমানদার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে সময়ে ভূমিতে আল্লাহ রব উচ্চারণ করে এরূপ কোন লোক থাকিবে না এবং সকলে লাত, ওজ্জা ইত্যাদি প্রতিমা পূজা করিবে, সেই সময় হজরত ইস্রাফিল (আঃ) সুরে ফুৎকার করিবেন, ইহাতে সমস্ত প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

প্রথমবার ইস্রাফিল (আঃ) সুরে ফুৎকার করিলে, মানুষেরা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে, কেবল নিতম্বের নিকটস্থ এক খণ্ড অস্থি স্থায়ী থাকিবে। খোদাতায়ালা চল্লিশ বৎসর পরে নীহারের ন্যায় এক প্রকার বারিপাত করিবেন, ইহা দ্বারা মানুষের দেহ গঠিত হইবে। তৎপরে হজরত ইস্রাফিল (আঃ) পুনরায়

সুরে ফুৎকার করিবেন, ইহাতে মৃতেরা পুনর্জ্জীবিত হইয়া গোর ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান হইবেন, এমতাবস্থায় এই প্রকার শব্দ হইবে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর।'

মানুষেরা পুনর্জ্জীবিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিচার স্থানের দিকে ধাবমান হইবেন। য়িহুদি দিগের একদল, খৃষ্টান দিগের একদল, অগ্ন্যুপাসকদের একদল, পৌত্তলিকদের একদল, ইমানদারদের একদল, প্রত্যেক পয়গম্বরের অনুসরণ কারিদের মধ্যে পৃথক পৃথক মতাবলম্বিগণ পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হইবেন। ভিন্ন কার্য্যকারিদের ভিন্ন দল হইবে, নামাজিদের একদল, রোজাদারদের একদল, ব্যাভিচারী, দস্যু, মদ্যপায়ী অহঙ্কারী, অসচ্চরিত্র দয়ালু, ধৈর্য্যধারী ও কৃতজ্ঞ প্রভৃতি লোকদের পৃথক পৃথক দল হইবে।

যাহারা বিনা যুক্তিযুক্ত কারণে লোকের নিকট ভিক্ষা করিবেন তাহাদের মুখে ক্ষত হইবে। যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে শহিদ (নিহত) হইয়াছে, তাহারা রক্তাক্ত শরীরে উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহাদের ক্ষতস্থান হইতে মৃগনাভির সুগন্ধ আসিতে থাকিবে। যে স্ত্রীলোকেরা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিবে, তাহাদের পরিধেয় গন্ধকের পিরহান হইবে।

মুসলমানদের দশটী দলের দশ প্রকার চিহ্ন হইবে। প্রথম যাহারা পৃথিবীতে পর ছিদ্রান্বেষণ করিত ও লোকের মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া দিত, তাহারা সেই সময় বানরের রূপে পরিণত হইবে। দ্বিতীয় যাহারা উৎকোচ (ঘুষ) গ্রহণ করিত বা অবৈধ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহারা শূকরের রূপ ধারণ করিবে। তৃতীয়, সুদ খোর - ইহাদের মস্তক নিচের দিকে ও পদদ্বয় উর্দ্ধ দিকে থাকিবে, ফেরেস্তাগণ তাহাদিগকে মুখের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন। চতুর্থ — যে বিচারক ও ব্যবস্থাদাতাগণ (কাজি ও মুফতিগণ) অন্যায় হুকুম দিতেন, তাহারা অন্ধ হইয়া উঠিবে। পঞ্চম, যাহারা

আপন কৃত সৎকার্য্যের গৌরব করিত ও নিজেদের সাধু হওয়ার পরিচয় দিত তাহারা বধির ও বোঝা হইয়া উঠিবে। ষষ্ঠ — যে আলেম ও পীরগণ একরূপ উপদেশ দিতেন ও তদ্বিপরীত কাজ করিতেন, তাহাদের জিহ্বা লম্বা হইয়া বুকে পড়িবে ও তাহাদের মুখ হইতে পুঁজ রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে, লোকেরা উহা দেখিয়া ঘৃণা করিতে থাকিবে। সপ্তম — যাহারা বিনা কারণে পশুজাতিকে কষ্ট দেয় এবং প্রতিবেশীর উপর উৎপীড়ন করে, তাহাদের হস্ত পদ কর্ত্তিক হইবে। অষ্টম — যাহারা লোকেরা গুপ্ত কথা অত্যাচারী কর্মচারিদের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহাদিগকে অগ্নিময় শুল কাষ্ঠের উপর টাঙ্গান যাইবে। নবম — যাহারা ব্যভিচার করিত এবং জাকাত ও ফেৎরা না দিয়া টাকা কড়ি অপব্যয় করিত, তাহাদের শরীর মৃত জন্তুর অপেক্ষা ও অধিক দুর্গন্ধময় হইবে, লোকে উক্ত দুর্গন্ধের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে। দশম — যাহারা অহঙ্কার ও আত্মগরিমায় উন্মত্ত থাকিত, তাহাদের পরিধেয় গন্ধকের লম্বা পিরাহান হইবে।



এইরূপ ইমানদার সুফিগণও কয়েক দলে দলে বিভক্ত হইবেন, কতক পুর্ণিমার চন্দ্রের তুল্য জ্যোতিঃ বিশিষ্ট হইবেন। কতক জ্যোতির্ম্ময় আসনে, কতক স্বর্ণময় আসনে ও কতক রাশিকৃত মৃগনাভি ও জাফরানের উপর উপবেশন করিবেন।

আকাশ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে, ইহাতে দর্শকেরা উহাকে বহু দ্বার বিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করিবে। ফেরেস্তাগণ পাপ, পুণ্যের খাতা সহ নামিয়া আসিবেন। মানুষের প্রত্যেক কাজ আকাশে উত্থিত হইবার পর এক এক প্রকার আকৃতি ধারণ করিয়াছিল, উহা সেই সময় মানুষের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে। সপ্ত আকাশের উপর বেহেশ্‌ত সকল আছে, আকাশ ইহার আবরণ স্বরূপ হইয়া আছে, সপ্ত আকাশ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেলে, উহা

প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তখন মানুষেরা বেহেস্তে প্রবেশের পথ ও তথাকার অপূর্ব্ব বস্তু সকল দর্শন করিতে পারিবে।

কেয়ামতে পর্ব্বত সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে এবং উহা বালুকার ন্যায় বোধ হইবে — যাহাকে লোকে দূর হইতে পানি বলিয়া ধারণা করে। পর্ব্বত সকল ভূতলের কীলক স্বরূপ ছিল, উহা বিধ্বস্ত হওয়া ভূতলও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। ইহার নিচে যে দোজখ্ লুক্কায়িত ছিল, উহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আকাশ ও ভূতল বিধ্বস্ত হওয়া চন্দ্র, সূর্য্য মেঘ ইত্যাদি বিলুপ্ত হইবে।

জাহান্নামে র উপর ভয়ঙ্কর ও বিশাল সেতু (পুল) স্থাপন করা যাইবে, সদাসৎ সকলকেই উক্ত দোজখের উপর দিয়া পুল অতিক্রম করিতে হইবে। ফেরেস্তাগণ তথায় শিকল, অগ্নিময় শলাকা, গদা ইত্যাদি লইয়া কাফের দিগকে ধরিবার জন্য তথায় দণ্ডায়মান থাকিবে এবং তাহাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন। ইমানদারগণকে দোজখের উপর দিয়া পুল অতিক্রম করিতে হইবে। তাঁহারা উহার ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করা ব্যতীত অন্য কোনরূপ কষ্ট ভোগ করিবেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যুতের ন্যায়,কেহ বা প্রবল বায়ুর ন্যায় এবং কেহ বা দ্রুতগামী ঘোটকের ন্যায় পুল অতিক্রম করিয়া বেহেস্তে পৌছিবেন। পাপচারী মুসলমানগণ উঠিতে পড়িতে সাত সহস্র বৎসর পরে পুল পার হইতে পারিবেন। হজরত ফোজাএল বলিয়াছেন, পুল পনেরো সহস্র বৎসরের পথ হইবে, পাঁচ সহস্র বৎসরের পথ উর্দ্ধদিকে গমন করিতে হইবে, পাঁচ সহস্র বৎসরের পথ নিচের দিকে নামিতে হইবে। কয়েক শ্রেণীর লোক পুল অতিক্রম করিবার সময় আলোক (নূর) প্রাপ্ত হইবেন, — প্রথম যাহারা সর্বদা সময় মত নামাজ পড়িতেন, দ্বিতীয় — যাহারা অন্ধকারে মসজিদে নামাজ পড়িতে যাইতেন, তৃতীয় — যাহারা জোমার রাত্রে সুরা কাহাফ পাঠ করিতেন, চতুর্থ যে,

ইমানদরেরা অন্ধ হইয়াছিলেন, পঞ্চম — যাহারা হজ্জ করিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ষষ্ঠ, যাহারা হজ্জে করিতে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন, অষ্টম — যাহারা কোন মুসলমানের বিপদ উদ্ধার করিয়াছি লেন। আর যাহারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করিত, তাহাদের পক্ষে উক্ত সময় মহাঅন্ধকার হইবে।

---

## নিম্নোক্ত লোকগুলি অতি সহজে পুল অতিক্রম করিতে পারিবেন।

প্রথম — যাহারা পরাক্রমশালী ব্যক্তির নিকট সুপারিশ করিয়া কোন মুসলমানের উপকার করিয়াছেন বা উদ্ধার করিয়াছেন। দ্বিতীয় — যাহারা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বলিয়া কোন দরিদ্রের সাহায্য করাইয়া দিয়াছেন। তৃতীয় যাহারা নির্দ্দোষভাবে পবিত্র বস্তু দ্বারা বহু দান করিয়াছেন। চতুর্থ — যাহারা লোকের আগ্রহ না থাকা স্বত্ত্বেও হজরতের সুন্নত তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং শরিয়তে কোন অমুলক মতের ভাঁজ দেন নাই। পঞ্চম — যাহারা এবাদতের জন্য অধিক সময় মসজিদে থাকিতেন। ষষ্ঠ — যাহারা খোদার হুকুমের প্রতি রাজি ও খোদার জেকেরে সংলিপ্ত থাকিতেন। সপ্তম — যাহারা মোনাফেকদের আক্রমণ হইতে কোন ইমানদারের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন।

শরিয়ত পুল ছেরাতে রূপ ধরিয়া দোজখের উপর উপস্থিত হইবে। যাহারা শরিয়ত সুচারুরূপে পালন করিয়াছেন, তাহারা বিদ্যুত, বায়ু ও ঘোটক ইত্যাদির গতিত উহা অতিক্রম করিয়া বেহেস্তে পৌছিবেন। আর যাহারা উহা পালন করেন নাই, তাহারা উহা অতিক্রম করিতে না পারায়

দোজখে পতিত হইবে। জাহাদের হৃদয় পবিত্র ছিল, তাহাদের পবিত্রতা আলোক রূপে প্রকাশিত হইবে। কোরবাণীর জীব বাহক হইয়া উপস্থিত হইবে। হজরতের প্রেরিতত্ব "কওছর" নামক প্রস্রবণ রূপ ধারণ করিবে। শরিয়তের প্রতি স্থিরতা ওজনের পাল্লা হইয়া প্রকাশিত হইবে। "তছবিহ" বৃক্ষের রূপ ধারণ করিবে, কোরাণের "সুরা" মেঘ হইয়া আসিবে। এইরূপ নামাজ, রোজা হজ্জ, জাকাত, দান, পরোপকার ইত্যাদি সৎকার্য্য সকল মনোরম অট্টালিকা, স্বর্ণ, রৌপ্যের পাত্র, সুন্দরী হুর ইত্যাদি রূপ ধারণা করিবে। অবশেষে পরম কারুণিক খোদাতায়ালার দর্শন লাভ, শান্তি লাভ ইত্যাদি হইবে। সেই দিবস মৃত্যুকে মেঘরূপে ও পৃথিবীকে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকরূপে আনয়ন করা হইবে। পাপ কার্য্য সকল দোজখের শাস্তিদায়ক বস্তু সকলের রূপ ধারণ করিবে, কৃপণতা ইত্যাদি সর্পের রূপ, অন্তরেরর কাঠিন্য ও কপট ভাব বা অত্যাচার অন্ধকাররূপ, মদ্যপান ও অহঙ্কার পুঁজ, রক্ত রূপ এবং ব্যভিচার জ্বলন্ত উনানের রূপ ধারণ করিবে। এইরূপ অন্যান্য পাপকার্য্য সমূহ অগ্নি, শিকল, বৃশ্চিকএবং জকুমতরু ও উত্তপ্ত জল রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে।

বিশেষতঃ মরণান্তে গোরে এবং বিচার দিবেস প্রত্যেক পাপ পূণ্য এক এক প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে। খোদা তায়ালার অসীম দয়া ও দান বেহেস্তের রূপ ধারণ করিয়া ও তাঁহার ভীষণ কোপ দোজখের মুর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে।

কাফেরের তথায় বহু হোকবা থাকিবে। (১)

দোজখবাসীরা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় মহা বিব্রত হইতে থাকিবে। তথায় বাহ্যিক ও আন্তরিক কষ্ট নিবারণের জন্য শীতল বায়ুর লেশ বা পাণীয় দ্রব্যের আস্বাদ পাইবে না, বরং উত্তপ্ত পানি পান করিতে পাইবে। ইহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা আরও বৃদ্ধি

পাইবে। দোজখিদের বিগলিত মাংস, ক্লেদ, পুঁজ, রক্তই তাহারা ভক্ষণ করিতে পাইবে, উক্ত বিষাক্ত পদার্থ তাহাদের পাকস্থালী বিনষ্ট করিয়া দিবে।

জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত উত্তপ্ত পানি তাহাদের মস্তকের উপর ঢালিয়া দেওয়া মাত্র তাহাদের উপরিস্থ ওষ্ঠ, মস্তক এবং নিম্ন ওষ্ঠ নাভী অবধি লম্বা হইয়া পড়িবে এবং উদরে প্রবেশ করা মাত্র আতগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া বাহির হইয়া যাইবে।'' হজরত আরও বলিয়াছেন, ''যদি উক্ত পুঁজ রক্তের এক তোলা পরিমাণ জগতে নিক্ষেপ করা যায় তবে জগদ্বাসিরা দুর্গন্ধময় হইয়া যাইবে।''

অনন্ত কালাবধি কাফেরদের দোজখে স্থিতি করা উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে, কেননা তাহাদের পাপ অনন্ত ও অসীম,

(১) হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক হোকবার পরিমাণ সত্তর সহস্র বৎসর, প্রত্যেক বৎসর বার মাসে হয়, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনে এবং প্রত্যেক দিবস পৃথিবীর সহস্র বৎসর হয়। মূল কথা এই যে, কাফেরেরা দোজখে অনন্ত কাল অবস্থান করিবে।

যেহেতু তাহারা বিচার নিষ্পত্তির (হিসাবের) আশা রাখিত না, তাহাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে, যদি তাহারা অনন্ত কাল জীবিত থাকে, তবে তদধিক তাহারা উক্ত কাফেরী কার্য্যে সংলিপ্ত থাকিবে, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করায়, তাহাদের উক্ত কার্য্য রহিত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ পাপের আসক্তি তাহাদের আত্মায় বদ্ধমূল হইয়া ছিল এবং ইহা উহাদের অবিছিন্ন স্বভাব স্বরূপ হইয়াছিল, আত্মা অনন্ত ও উহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং এই জন্য তাহাদিগকে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তাহারা খোদাতায়ালার আয়ত সমূহ অস্বীকার করিত, এই পাপে তাহাদের আত্মা কলুষিত

হইয়াছিল, এই আত্মার নিত্য স্থায়ী বিকারের জন্য তাঁহারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত কঠিন হইতে কঠিন তর শাস্তি পাইতে থাকিবে।

(ক) খোদাতায়ালা মানব জাতিকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, প্রাণ ও জীবিকা ইত্যাদি পার্থিব সুখপ্রদ অসীম দানের অধিকারী করিয়াছেন, এক্ষণে যে কৃতঘ্ন ( কাফের ) উক্ত অসীম দানের অসদ্ব্যবহার করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদের পক্ষে অনন্ত শাস্তিভোগ করাই যুক্তিযুক্ত।

(খ) রাজকর্মচারিগণ কাহাকে পাঁচ বৎসর, কাহাকে দশ বৎসর, কাহাকে কুড়ি বৎসর কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু রাজদ্রোহীর জন্য অনন্ত শাস্তি স্বরূপ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রদান করেন, সেইরূপ যে ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তি খোদাতায়ালার সহিত কোন বস্তুর অংশী স্থাপন করে তাহার পক্ষে অনন্ত শাস্তি ভোগ করাই যুক্তি সিদ্ধ মত।

বঙ্গানুবাদক।

একই শরীর বহুকাল শাস্তি ভোগ করিতে থাকিলে, উহা আর তাহার পক্ষের যন্ত্রণা বলিয়া অনুভুত হয় না। সেই হেতু খোদাতায়ালা দোজখিদের শরীরের চর্ম দগ্ধীভূত হওয়ার পরে দ্বিতীয়বার নূতন চর্ম সৃষ্টি করিবেন। এরূপ প্রত্যেক ঘণ্টায় ৭০ বার তাহাদের চর্ম পরিবর্ত্তিত করিবেন। তাহারা কতক কাল অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহাতে তাহারা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। পুনরায় তাহারা অতিরিক্ত শীতল স্তরে আনীত হইবে, ইহাতে তাহাদের শিরা ও গ্রন্থী সমূহ নিস্পন্দ হইয়া যাইবে। এইরূপ তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পানীয় বস্তু প্রার্থনা করিলে, মেঘ হইতে উষ্ট্রের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ সর্প ও বৃশ্চিক নিক্ষিপ্ত হইবে। ইহারা দংশন করিলে সহস্র বৎসর বিষের যন্ত্রণা থাকিবে। এইরূপ ক্রমেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

বেহেস্তিগণ পুল অতিক্রম করিয়া যাইবেন, দোজখ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাঁহারা বেহেস্তে পৌছিবেন, তথায় তাহাদের সমস্ত মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তাহারা তথায় নানাবিধ ফলপূর্ণ উদ্যান পাইবেন। সমবয়স্কা স্ত্রীলোক সকল পাইবেন, তাহারা তাহাদের পার্থিব স্ত্রী সকল হইবে। উক্ত স্ত্রী পুরুষের বয়স ৩৩ বৎসর হইবে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে অষ্টাদশ বর্ষীয়া বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারা বারম্বার পূর্ণ মাত্রায় সুরা পান করিবেন। কিন্তু ইহাতে পার্থিব সুরার ন্যায় নেশা থাকিবে না, বরং উহাতে খোদাতায়ালার প্রেম প্রবল হইবে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, বেহেস্তী বস্তু সমূহের নাম পার্থীব বস্তু সমুহের নামের ন্যায় হইবে, কিন্তু তৎসমুদয়ের গুণ ও স্বাদ অন্য প্রকার হইবে।

খোদাতায়ালা মানুষের প্রত্যেক কার্য্যের দরুণ এক এক প্রকার প্রতিফল দিবেন, নামাজের জন্য এক প্রকার প্রতিফল, রোজার জন্য এক প্রকার প্রতিফল, জাকাতের জন্য এক প্রকার প্রতিফল দিবেন, কিন্তু কার্য্যের পরিমাণে প্রতিফল দিবেন না, কেননা মানুষের কার্য্য অসম্পন্ন ও নানা দোষে দোষান্বিত। খোদাতায়ালা ইহা স্বত্ত্বেও দয়া - পরবশ হইয়া উক্ত প্রকার প্রত্যেক কার্য্যের পরিবর্ত্তে দশ, সাঁত শত , সাত সহস্র বা ততোধিক নেকী প্রদান করিবেন, প্রকৃত পক্ষে ইহা তাহার অনুগ্রহ ও দান।

যিনি সমস্ত আকাশ, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুর প্রতি পালক মানুষের প্রতি তাঁহার দান অনন্ত। তাঁহার দানের পরিবর্ত্তে মানুষের উপাসনা আরাধনা অতি নগণ্য। ইহা সত্বেও তিনি মানুষকে বেহেস্তের অনন্ত শান্তি দান করিবেন। ইহা তাঁহার অসীম অনগ্রহ ও দান। কিন্তু তাহারা এই অজস্র দান সত্ত্বেও কেহ বিচার দিবসে তাহার বিনা হুকুমে নিজের জন্য বা আত্মীয় স্বজনের ও বন্ধু বান্ধবের জন্য কোন কথা বলিতে সক্ষম হইবে না।

"খোদাতায়ালার এক শত দয়া আছে, তন্মধ্যে কেবল এক শতাংশ

জ্বেন, দৈত্য, মানুষ এবং চতুষ্পদ ও হিংস্র জন্তুর মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। এই হেতু তাহাদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়া অনুগ্রহণ করিয়া থাকে এবং চতুষ্পদেরা নিজেদের বৎসরের প্রতি স্নেহ করিতে থাকে। আর তিনি উহার অবশিষ্ট ৯৯ অংশ বিচার দিবসে (ইমানদার) মানুষের প্রতি বিতরণ করিবেন।

হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার শাস্তি ও কোপ সম্বন্ধে যাহা আমি অবগত আছি, যদি তোমরা তাহা অবগত হইতে পারিতে, তবে অতি অল্পই হাস্য করিতে, অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করিতে, স্ত্রীলোকের সংসর্গ ত্যাগ করিতে এবং প্রান্তরে ধাবিত হইয়া খোদাতায়ালার নিকট ক্রন্দন করিতে।"

জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা যে সমস্ত শাস্তি প্রদান করিবেন, যদি কোন ইমানদার উহা অবগত হইতে পারিত, তবে তাহারা হৃদয় হইতে বেহেস্তের আশা একেবারে দূরীভূত করিত। আর খোদাতায়ালা যে সমস্ত দয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন, যদি কোন কাফের তাহা জানিত, তবে কখনও নিরাশ হইত না।

বিচার দিবস পার্থিব প্রত্যেক বস্তুর আত্মা নব নব রূপ ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কাহারও জন্য সাক্ষ্য দিবে বা সুপারিশ করিবে। কোরণ শরিফের সুরা সকল, নামাজ, রোজা, আকাশ, পৃথিবী এমন কি রাত্র ও দিবস পর্য্যন্ত মানুষের সদাসৎ কার্য্যের সাক্ষ্য দিবে। আজানদাতার আজানের শব্দ যতদূর পৌঁছিত তত দূরে প্রস্তর, বৃক্ষ, ঢিল ও কাষ্ঠ ইত্যাদি তাহার সাক্ষ্য দিবে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে — "খর্জ্জুর বৃক্ষ ও প্রস্তর পয়গম্বর দিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ছালাম করিয়াছিল। কেয়ামতের নিকটবর্ত্তি সময়ে গৃহস্থিত বস্তু সকল গৃহস্থকে

অনেক গুপ্ত সংবাদ অবগত করাইবে।"

ভূতলস্থিত ও আকাশস্থিত ফেরেস্তাগণ সারি সারি দণ্ডায়মান হইয়া খোদাতায়ালার আদেশ পালন, সদাসৎ কার্য্যের ওজন, পাপপুণ্যের খাতা সকল প্রকাশ করিবেন এবং সৎ লোকদিগকে পুল পার করাইতে থাকিবেন।

জগতে সদাসৎ, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মীক একত্রে অবস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু কেয়ামতে তাঁহাদের মধ্যে করা যাইবে, অর্থাৎ এক শান্তিময় স্থান প্রাপ্ত হইবে এবং অন্যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, এক্ষণে যাহার ইচ্ছা হয় জগতে থাকিয়া খোদাতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করুক।

খোদাতায়ালার কোরাণ শরিফে বা হজরত নবি করিমের দ্বারা গোরের শাস্তির ভয় দেখাইয়াছেন, যাহার নিগূঢ় তত্ব এই যে, মানুষ পাপ-পুণ্য যাহা করিয়াছে, তাহা ভয়াবহ তমসাচ্ছন্ন কিম্বা আলোকময় রূপ ধারণ করিয়া গোরে তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। পাপিরা যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছিল, উহা সর্প, বৃশ্চিক, অগ্নি ইত্যাদির ন্যায় ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিবে, ইহাতে তাহাদের আত্মা মহাকষ্টানুভব করিবে।

হজরত বলিয়াছেন, গোর (সৎলোকের জন্য) বেহেস্তের একটি উদ্যান স্বরূপ, আর ( অসৎ লোকের জন্য দোজখের একটি অগ্নিময় গহ্বর স্বরূপ)।

হজরত বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রভাত ও সন্ধ্যায় সৎলোককে গোরের মধ্যে তাহারা বেহেস্তের স্থান, আর অসৎ লোককে তাহারা দোজখের স্থান প্রদর্শন করান হয়।

হজরত বলিয়াছেন, "গোর" পরকালের প্রথম স্থান, যে ব্যক্তি উহাতে মুক্তি পাইবে, তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেক স্থানে তাহার পক্ষে সহজ হইবে।

আর যে ব্যক্তি উহাতে মুক্তি পাইবে না, তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেক স্থানে তাহার পক্ষে কঠিন হইবে। আমি কখনও গোরের তুল্য ভয়াবহ কঠিন অন্য কোন স্থান দর্শন করি নাই।

হজরত বলিয়াছেন, কাফেরের প্রতি গোরের মধ্যে ৯৯টি বিষাক্ত অজাগর নিয়োজিত করা হইবে, সেগুলি কেয়ামত পর্য্যন্ত উহাকে দংশন করিবে, যদি উহার একটি অজাগর ভুতলে ফুৎকার করে, তবে কখনও তাহাতে তরুলতা উৎপন্ন হইবে না।

হজরত এবনে-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, বিচার দিবসে পশুরা জীবিত হইয়া একে অপর হইতে প্রতিশোধ লইবে, তৎপরে খোদাতায়ালার হুকুমে উহারা মৃত্তিকা হইয়া যাইবে। বিধর্ম্মি ব্যক্তি পশু জাতিকে মৃত্তিকা হইতে ও আপনাকে মহা শাস্তিগ্রস্ত হইতে দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিবে, যদি আমিও মৃত্তিকা হইয়া যাইতাম, তবে শাস্তি হইতে মুক্তি পাইতাম।

হজরত বলিয়াছেন, অহঙ্কারিরা কেয়ামতে ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় মানুষাকারে পুনর্জ্জীবিত হইবে, প্রত্যেক স্থান হইতে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা বেষ্টন করিবে, তাহারা দোজখের "বুলাছ" নামক কারাগারের দিকে বিতাড়িত হইবে, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অগ্নি তাহাদিগকে বেষ্টন করিবে এবং দোজখিদের শরীরের বিগলিত রক্ত ও মাংস তাহাদের খাদ্য হইবে।

হজরত বলিয়াছেন, বিনয়ী শিষ্ট লোক বেহেস্তে প্রবেশ করিবে, যে দিবস কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিবস মনুষ্য পুনর্জ্জীবিত হইয়া নিজের পাপ-পুণ্যরে খাতা (আমলনামা) পাঠ করিয়া জীবনের সমস্ত পাপ-পুণ্য স্মরণ করিতে এবং দোজখ প্রকাশিত হইয়া প্রত্যেক ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের দৃষ্টিগোচর হইবে।

হজরত আএশা সিদ্দিকা (রাঃ) জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ)

কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি কেয়ামতে নিজের আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ করিবেন? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, তিন সময় কেহ কাহাকে স্মরণ করিবে না, প্রথম, যে সময় পাপ-পুণ্য পাল্লায় ওজন করা হইবে। দ্বিতীয়, যে সময় পাপ পুণ্যের খাতা প্রকাশ করা হইবে। তৃতীয়, যে সময় পুল ছেরাত অতিক্রম করিতে হইবে।

হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, সত্তর সহস্র শিকলে আবদ্ধ করিয়া দোজখকে বিচার প্রান্তরে আনয়ন করা হইবে এবং সত্তর সহস্র ফেরেস্তা প্রত্যেক শিকলকে ধরিয়া টানিবে।

যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার হুকুম অমান্য করিয়া নাস্তিক, অংশীবাদী ও ধর্মদ্রোহী হইয়াছে এবং পারলৌকিক শান্তি ত্যাগ করিয়া পার্থিব জীবন পছন্দ করিয়াছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই দোজখ বাসী হইবে। আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে খোদাতায়ালার ভয় করিয়া রিপুর দমন করিতে ও পাপ সমূহ হইতে নিরস্ত থাকিতে সক্ষম হইয়াছে, কিম্বা যে ব্যক্তি বিচার দিবসে খোদাতায়ালার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়া পাপ-পুণ্যের হিসাব দিতে হইবে, এই ভয়ে কুপ্রবৃত্তি হইতে নিজের চিত্তকে নিবৃত্ত রাখিয়াছি, সে ব্যক্তি নেকী -বদীর খাতা পাঠ করিয়া ও দোজখের ভীষণ অগ্নি দর্শন করিয়া আতঙ্কিত হইলেও বেহেস্তেবাসী হইবে।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার ভয়ে রোদন করে, সে ব্যক্তি কখনও দোজখে প্রবেশ করিবেন না।

হজরত বলিয়াছেন, হে লোক সকল, তোমরা রোদন কর, আর যদি তোমরা সহজে রোদন করিতে না পার, তবে বলপূর্বক ক্রন্দন কর, কেননা দোজখবাসিরা দোজখে এরূপ ক্রন্দন করিবে যে, তাহাদের চক্ষের পানী ঝরণার ন্যায় প্রবাহিত হইবে, তৎপরে চক্ষের পানী শুষ্ক হইয়া গেলে,

রক্ত প্রবাহিত হইবে, ইহাতে তাহাদের চক্ষুতে ক্ষত হইয়া যাইবে।

হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে কোন একটি সুন্দরী সৎবংশোদ্ভবা স্ত্রীলোক (ব্যাভিচারের জন্য) আহ্বান করিয়াছিল, ইহাতে সে ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমি খোদাতায়ালাকে ভয় করি। খোদাতায়ালা এরূপ ব্যক্তিকে কেয়ামতে আর্শের ছায়ায় স্থান প্রদান করিবেন। আর যে ব্যক্তি নির্জ্জনে খোদাতায়ালার জেকরকরিত (ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়ে), ইহাতে তাহার চক্ষের পানী পড়িতে থাকে, খোদাতায়ালা এই ব্যক্তিকেও আর্শের ছায়ায় স্থান দিবেন।

হজরত ইস্রাফিল (আঃ) কেয়ামতের দিবস দ্বিতীয় বার সুরে ফুৎকার করিলে, আত্মীয় স্বজনেরা একে অন্য হইতে পলায়ন করিবে, এই পলায়নের তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, প্রথম, একে অন্যের নিকট স্বত্বের দাবী করিবে, ভাই ভাইকে বলিবে, তুমি আপন অর্থ দ্বারা আমাকে সাহায্য কর নাই। পিতামাতা, পুত্রকে বলিবে, তুমি আমাদের সেবা ভক্তি করিতে ত্রুটী করিয়াছিলে। স্ত্রী, স্বামীকে বলিবে, তুমি আমাকে হারাম খাওয়াইয়াছিলে এবং আমার স্বত্ত্ব নষ্ট করিয়াছিলে। পুত্রগণ পিতাকে বলিবে, তুমি আমাকে ধর্মবিদ্যা সিক্ষা প্রদান ও সৎ পথ প্রদর্শন কর নাই। এই রূপ দাবীর ভয়ে একে অন্যের নিকট হইতে পলায়ন করিবে। প্রথমেই কাবিল হাবিল হইতে পলায়ন করিবে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আপন ঋণদাতা হইতে পলায়ন করিবে।

দ্বিতীয় — পাপীরা সুফি লোকদিগের নিকট সাহায্য ও সুপারিশ প্রার্থনা করিবে। কিন্তু সকলেই নিজের ভয়ে আত্মহারা হইয়া কেহ কাহারও সাহায্য করিতে সাহস করিবেন না, এই হেতু একে অন্য হইতে পলায়ন করিবে। হজরত এবরাহিম (আঃ) আপন পিতামাতা হইতে, হজরত নূহ

(আঃ) আপন স্ত্রী ও পুত্র হইতে এবং হজরত লুত (আঃ) আপন স্ত্রী হইতে লুক্কায়িত হইতে চেষ্টা করিবেন।

তৃতীয় — লোকে আত্মীয় স্বজনের অশেষ যন্ত্রণা দর্শন করতঃ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের নিকট হইতে পলায়ন করিবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি কেয়ামতের ভীষণ ভাব দর্শন করতঃ চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে, কেহ অন্যের অবস্থা দর্শন করিতে সক্ষম হইবে না।

কোরাণ ও হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে, "খোদাতায়ালার একদল বন্ধু (ওলি) কেয়ামতের ভয়ে ভীত হইবেন না, তাঁহারা জ্যোতির আসনে সমাসীন হইবেন।" অবশ্য তাহারা খোদাতায়ালার প্রেমে উন্মত্ত থাকিবেন। পয়গম্বরগণ নিজেদের আত্মার উদ্ধার কামনা করিবেন, কিন্তু খোদাতায়ালার হুকুম হইলে, তাঁহারা অনুগত বিশ্বাসিদিগের জন্য সুপারিশ করিতেও পারিবেন। (গ্রন্থকার)

কেয়ামতের দিবস দুই শ্রেণীর লোক হইবে, প্রথম-সৎলোক, ইহাদের মুখমণ্ডল রাত্রিতে তাহাজ্জদ পড়ার জন্য ওজু করিবার জন্য এবং জেহাদ করিবার জন্য উজ্জ্বল হইবে, হিসাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সহাস্য হইবে এবং পরজগতের উচ্চ সম্মান ও খোদার সন্তোষ লাভ হওয়ার জন্য সহর্ষ হইবে।

দ্বিতীয় — ধর্ম্মদ্রোহী ও পাপাচারী, পাপ ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও কালিমাময় হইবে।

## খোদাতায়ালা কেয়ামতের দ্বাদশটি ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

১। সেই সময় সূর্য্য জ্যোতিঃহীন হইবে।

আল্লামা হক্কি হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন,

কেয়ামতে চন্দ্র ও সূর্য্য সঙ্কুচিতাবস্থায় আর্শের পার্শ্বে ছেজদায় পতিত হইয়া বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার আদেশ পালন করিয়াছি, অংশীবাদিরা আমাদের উপাসনা করিয়াছে, এজন্য আমাদিগকে শাস্তিতে নিক্ষেপ করিও না। আমরা তাহাদিগকে উপাসনা করিতে বলি নাই।" খোদাতায়ালা বলিবেন তোমরা সত্যকথা বলিয়াছ, আমি তোমাদের উভয়কে আর্শের জ্যোতিঃ হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, এক্ষণে তোমরা আর্শের সহিত মিলিত হও।" অনন্তর তখনি উহারা আর্শের সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, চন্দ্র ও সূর্য্য দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে। আল্লামা হক্কি উপরোক্ত বিরোধ ভঞ্জনের জন্য বলিয়াছেন, চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে দুইটি বস্তু আছে, জ্যোতিঃ ও উত্তাপ। উভয়ের জ্যোতিঃ আর্শের সহিত মিলিত হইবে এবং উত্তাপ দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।

২। যে সময় নক্ষত্রপুঞ্জ জ্যোতিঃশূন্য হইবে অর্থাৎ "তারকারাশি মানুষে রক্ষিত আছে, ফানুষগুলি জ্যোতিস্মান শিকলে আবদ্ধ আছে, উক্ত শিকলগুলি ফেরেস্তাগণের হস্তে আছে। যে ফেরেস্তাগণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, শিকলগুলি তাহাদের হস্ত হইতে পতিত হইবে, কাজেই নক্ষত্রগুলি ভূপতিত হইবে।

৩। পর্ব্বত সকল স্থানচ্যুত হইবে কিম্বা চুর্ণ বিচূর্ণ ধুনিত লোম বা ধুলি কণার ন্যায় শূন্যপথে উড়িয়া যাইবে। যখন পর্ব্বত সকলের এই অবস্থা হইবে, তখন ভূমিও বিধ্বস্ত হইবে।

৪। সে সময়ে পার্থিব ধন-সম্পত্তি সমূহ পরিত্যক্ত হইবে, উহার মালিকগণ কেয়ামতের ভয়ে আকুল হইয়া উহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবেন না, এমন কি যে আরবদের নিকট আসন্ন প্রসবা উষ্ট্রী সকল অতি আদরের বস্তু, সেই আরবেরা কেয়ামতের দিবসে উক্ত জন্তু সকল জীবিত হইলেও

তৎ সমুদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না।

৫। যে সময়ে বন্য পশু সকল একত্রিত (অন্যার্থে জীবিত) হইবে, যে সমস্ত পশু বন ও পর্ব্বতে থাকে এবং মানুষের নিকট হইতে পলায়ন করে, উহারা কেয়ামতে জীবিত হইয়া ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে ভয়াতুর হওতঃ মনুষ্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যে সমস্ত পশু মনুষ্যের খাদ্য ছিল এবং মনুষ্য উহাদিগকে শীকার করিতে সচেষ্ট থাকিত, উহারা কেয়ামতে মনুষ্যের সহিত একত্রিত হইবে, কিন্তু মনুষ্য কেয়ামতের ভীষণ ভাব দর্শনে উহাদিগকে শীকার করিতে চেষ্টা করিবেন না। হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) ও কাতাদা বলিয়াছেন, কেয়ামতে বন্য ও পার্বত্য জন্তু সকল জীবিত হইবে, উদ্দেশ্য এই যে, উহাদের একে অন্য হইতে প্রতিশোধ লইবে, ইহাতে খোদাতায়ালার ন্যায় বিচার প্রকাশিত হইবে।" তৎপরে উহারা মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। যে সমস্ত জন্তু খোদাতায়ালার নামে জবেহ করা হইয়াছিল, উহারা বেহেস্তের মৃত্তিকা হইয়া যাইবে। সহিহ মোসলেম ও তেরমজিতে বর্ণিত আছে, হজরত বলিয়াছেন, যে "নিশ্চয়ই তোমরা কেয়ামতে স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব অর্পণ করিবে, এমন কি শৃঙ্গবিহীন পশু শৃঙ্গধারী পশু হইতে প্রতিশোধ লইবে। এমাম এবনে জরির বলেন, "বন্য পশু সকল একত্রিত হইবে, এই অর্থই বেশী যুক্তিযুক্ত।

৬। সমস্ত সমুদ্রের পানি সুবৃহৎ অগ্নিস্তরে পরিণত হইবে। হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, সমুদ্রের নীচে দোজখ লুক্কায়িত আছে, উহা সেই দিবস প্রকাশিত হইলে, সমুদ্র জ্বলন্ত অগ্নিতে পরিপূর্ণ হইবে।" হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রপুঞ্জকে সঙ্কুচিতাবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন, তৎপরে উহার উপর বায়ু প্রবাহিত করিবেন, উহাতে উহা অগ্নিময় হইয়া যাইবে।" এমাম রাজি

বলিয়াছেন, "খোদাতায়ালা ইচ্ছা করিলে পানিকে অগ্নিতে পরিণত করিতে পারেন।" খোদাতায়ালা সমুদ্রের পানিকে মেঘমালা রূপে পরিণত করিয়া অগ্নিস্তরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সমুদ্র সকলের মধ্যে অনেক ভূখণ্ড ও পর্বত অন্তরাল স্বরূপ আছে, কাজেই একটিসমুদ্র অন্য সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না, কিন্তু কেয়ামত ভূমিকম্প হওয়ায় ভূতল ও পর্বত সমূহ চুর্ণ ও বিচুর্ণ হইয়া স্থানচ্যুত হইবে। ইহাদের মধ্যে কোন অন্তরাল থাকিবে না, সুতরাং সেই সময় সমস্ত সমুদ্র এক বিশাল সমুদ্রে পরিণত হইবে। এমাম এবনে কাতাদা উহার মর্মে বলেন, সমুদ্রের সমস্ত পানি শুষ্ক হইয়া যাইবে, এমন কি এক বিন্দু পানিও থাকিবে না।

উপরোক্ত ছয়টি ঘটনা জগৎ বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বেও ঘটিতে পারে, নিম্নোক্ত ছয়টি ঘটনা কেয়ামতের সময় সংঘটিত হইবে।

৭। যে সমস্ত আত্মা সকল দেহের সহিত সংযোজিত করা হইবে, সুফিগণ সুফিগণের সহিত, পাপীরা পাপীদের সহিত এবং মধ্যম শ্রেণীর লোক মধ্যম শ্রেণীর সহিত মিলিত হইবে। পৃথিবীতে যাহারা যাহাদের সংস্রবে থাকিত, কেয়ামতে তাহারা তাহাদের সহিত মিলিত হইবে। যাহারা অত্যাচারিদের সহিত সংশ্রবে থাকিত, তাহারা অত্যাচারিদের সহিত মিলিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বমতাবলম্বীদের সহিত, য়িহুদী য়িহুদিদিগের সহিত ও খ্রীষ্টান ও খ্রীষ্টানদের সহিত মিলিত হইবে। বিশ্বাসীদের আত্মা সুন্দরী হুরের ও ধর্মদ্রোহীদের আত্মা শয়তানদের সংসর্গ লাভ করিবে, প্রত্যেক আত্মা স্বীয় কার্য্য কলাপের আত্মিক আকৃতির সহিত মিলিত হইবে।

৮। আরববাসিরা কোন কন্যা ভূমিষ্ট হইলে তাহাকে গোরে প্রথিত করিত। ইহার কারণ, কেহ দরিদ্রতা হেতু কন্যা প্রতিপালনে কষ্টভোগ করিবে মনে করিয়া, কেহ বা নিজ হইতে নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত কন্যা

বিবাহ দিলে লজ্জায় পতিত হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া (উক্ত কুৎসিত কার্য্য করিত), জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) এর সময়ে উক্ত কুপ্রথা বন্ধ হইয়া যায়। কেয়ামতে উক্ত বালিকাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তোমার কোন অপরাধে নিহত হইয়াছিল? উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতে প্রত্যেক স্বত্ব নষ্টকারী বা ক্ষতিকারীকেক্ষতি পূরণের জন্য বাধ্য করা হইবে, তন্মধ্যে প্রাণঘাতকদিগকে প্রাণহত্যা করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং তাহাদিগকে ইহার ক্ষতি পূরণে মহা শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

"সহিহ মোসলেমে বর্ণিত আছে যে, হজরত নবি করিম (সাঃ) (সাহাবাগণকে) বলিয়াছিলেন, দরিদ্র কাহাকে বলে তোমরা কি জান? তাঁহারা (তদুত্তরে) বলিয়াছিলেন — "যাহার অর্থ সম্পত্তি নাই, সেই ব্যক্তি আমাদের মধ্যে দারিদ্র।" হজরত বলিলেন, আমার ওম্মতের মধ্যে নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হইবে, যে বিচার দিবসে নামাজ, রোজা ও জাকাত সহ উপস্থিত হইবে, অথচ সে ব্যক্তি (পৃথিবীতে) একজনকে কটুবাক্য বলিয়াছিল, একজনের প্রতি অযথা ভাবে ব্যাভিচারের অপবাদ প্রদান করিয়াছিল, একজনের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল, একজনের রক্তপাত করিয়াছিল এবং একজনকে প্রহার করিয়াছিল, অনন্তর প্রত্যেককে (উহার প্রতিশোধ) তাহার পুণ্য প্রদত্ত হইবে। যদি সকলের প্রাপ্যাংশ পাওয়ার পূর্ব্বে তাহার সমস্ত পূর্ণ্য নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবে তাহাদের পাপ সকল লইয়া উহার উপর নিক্ষেপ করা হইবে, তৎপরে সে ব্যক্তি দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।"

৯। সেই সময়ে কার্য্যলিপি সকল উন্মুক্ত করা হইবে। হজরত কাতাদা বলিয়াছেন, "মৃত্যুর পরে সৎলোকের কার্য্যলিপি 'ইল্লিন' নামক স্থানে এবং অসৎ লোকের কার্য্যলিপি 'ছিজ্জিন' নামক স্থানে রক্ষিত হয়।

কেয়ামতের দিবসে আর্শের নিম্নদেশ হইতে কার্য্যলিপি সকল উড়াইয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেকের কার্য্যলিপি তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। সৎলোক সম্মুখের দিক হইতে ডাহিন হস্তে উহা প্রাপ্ত হইবে, অসৎ লোক পশ্চাতের দিক হইতে বাম হস্তে উহা প্রাপ্ত হইবে।

১০। সেই সময়ে আকাশ উদ্ঘাটিত করা হইবে এবং আকাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, প্রত্যেক বিষয়ের আত্মিক রূপ তথা হইতে প্রকাশিত হইবে। অনন্তর ফেরেস্তাগণ তথা হইতে অবতীর্ণ হইবেন।

১১। সে সময়ে দোজখের অগ্নি ধর্ম্মদ্রোহীদের জন্য বেশী তেজ করা হইবে।

১২। সেই সময়ে আকাশের উপরি ভাগ হইতে বেহেস্তকে বিচার-প্রান্তরে বিশ্বাসিগণের নিকট আনয়ন করা হইবে।

যে সময়ে কেয়ামতে উপরোক্ত দ্বাদশটি ঘটনা সংঘটিত হইবে, সেই সময়ে প্রত্যেক মানুষ নিজের কৃত পাপপুণ্য দেখিয়া লইবে।

কেহ একটি সৎকার্য্য করিলে, তাঁহার দশটি সৎকার্যের পুণ্য কার্য্যলিপিতে লিপিবদ্ধ করেন।

যদি কোন লোক একটি পুণ্য করিবার ইচ্ছা করিয়া কোন বাধা বিঘ্নের জন্য উহা করিতে না পারে, তবে তাঁহারা উহাতে একটী পুন্য লিখিয়া রাখেন। যদি কেহ কোন পাপ করার ইচ্ছা স্বত্ত্বেও উহা ত্যাগ করে, তবে উহার জন্য একটী পুণ্য লিখিয়া রাখেন।

কেহ কোন পাপ করিলে ছয় ঘণ্টা অবকাশ দেন, যদি সে ব্যক্তি ইহার মধ্যে অনুতাপ (তওবা) করে, তবে কোন পাপ লেখে না। আর ঐ সময়ের মধ্যে অনুপ্ত না হয়, তবে অগত্যা তাহারা একটি পাপ লিখিয়া রাখেন। মনুষ্যের জিহ্বা তাহাদের কলম এবং থুথু মশীর স্থানে ব্যবহৃত

হয়। সে সময় ফেরেস্তাগণ কার্য্যলিপি সমূহকে আকাশে লইয়া যান, তখন খোদাতায়ালা বলেন, তোমরা এই কার্য্যলিপি সমূহকে "লওহো মহফুজের সহিত মিলাইয়া দেখ।" তখন ফেরেস্তাগণ দেখেন যে, লওহো মহফুজে যাহা কিছু লিখিত আছে।" তৎপরে খোদাতায়ালা বলেন, "পাপ পুণ্য ব্যতীত যাহা কিছু কার্য্যলিপি সমূহে লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় মিটাইয়া দাও।"

মনুষ্য যাহা কিছু করে বা বলে, তাহা ফেরেস্তাগণ অবগত হইয়া থাকেন। মনুষ্যের মনের ভাব (নিয়ত) তাঁহারা অবগত হইতে পারেন কিনা, ইহাতে বিদ্বানদের মতভেদ হইয়াছে। অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, খোদাতায়ালা ব্যতীত কেহই গুপ্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না।" অবশ্য খোদাতায়ালা মনুষ্যের মনের ভাব এলহাম দ্বারা তাঁহাদিগকে অবগত করাইয়া দেন। ফেরেস্তাগণ পাপ পুণ্যের সাক্ষী স্বরূপ ও কার্য্যলিপি প্রমাণ স্বরূপ হইবে।

কেয়ামতের কোন ইমানদার কোন কাফেরকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই দিবস কেবল খোদাতায়ালার হুকুম হইবে। যখন তিনি নবিগণকে বা অলিগণকে শাফায়াতের হুকুম দিবেন, তখন তাঁহারা ইমানদারদের জন্য শাফায়াত করিতে পারিবেন।

কেয়ামতে দিবস সূর্য্য পৃথিবী হইতে এক মাইল দূরে অবস্থান করিবে, উহার উত্তাপ এত অধিক হইবে যে, উত্তপ্ত ডেগের ন্যায় মনুষ্যের মস্তক বিগলতি হইতে থাকিবে, পাপের পরিমাণে মনুষ্যের শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইবে। কাহারও পায়ের গিরা পর্য্যন্ত, কাহরও জানু পর্য্যন্ত, কাহারও কটীদেশ পর্য্যন্ত এবং কাহারও গলদেশ পর্য্যন্ত ঘর্মে ডুবিয়া যাইবে।

"নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কেয়ামতের দিবস আর্শের ছায়ায় স্থান লাভ করিবেন, ন্যায় বিচারক খলিফা, যে দুইজন লোক পরস্পরে খোদাতায়ালার নিমিত্ত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, যে ব্যক্তি যৌবন কালে রিপু দমন করিয়া খোদাতায়ালার উপাসনায় সংলিপ্ত ছিল, যে ব্যক্তি মসজিদ সতত জামায়াত সহ নামাজ সম্পন্ন করে এমন কি মসজিদ হইতে বাটিতে গেলে, মসজিদের জন্য মন চঞ্চল হয়, যে ব্যক্তি নির্জ্জনে খোদাতায়ালার জেকর করিতে অশ্রু বর্ষন করে, সুন্দরী সৎবংশোদ্ভবা স্ত্রীলোক ব্যভিচারে আহ্বান করা স্বত্বেও যে পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই। যে ব্যক্তি অতি গুপ্ত ভাবে দান করে, যে মহাজন দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দিয়া অথবা কতক ছাড়িয়া দিয়া ঋণ আদায় করিয়া লয়।"

বেহেস্ত ও দোজখের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর হইবে, হঠাৎ উহার দ্বার উদঘাটন করা হইবে, সেই সময় বেহেস্তিগণ স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবেশন করতঃ নরকবাসিদের অশেষ যন্ত্রণা দেখিতে পাইবেন এবং তাহাদের উপর হাস্য করিবেন।

এক সময় ফেরেস্তাগণ দোজখবাসিগণকে বলিবে, তোমরা সত্বর বর্হিগত হও, তোমাদের নিমিত্ত বেহেস্তের দ্বার উদঘাটন করা হইয়াছে। তৎশ্রবণে তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মহাকষ্টে একটি দ্বারের নিকট পৌঁছিলে, উহা বন্ধ করা হইবে, তৎপরে ফেরেস্তাগণ তাহাদিগকে দ্বিতীয় দ্বারের দিকে গমন করিতে বলিবে, ইহাতে তাহারা অগ্নিময় পর্ব্বতের উপর দিয়া সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া উক্ত দ্বারের নিকট পৌঁছিবে, কিন্তু হঠাৎ উক্ত দ্বার রূদ্ধ করা হইবে। তৎপরে প্রত্যেক দ্বারের নিকট পৌঁছিলে, এইরূপ করা হইবে। সেই সময়ে বেহেস্তিরা স্বর্ণাসনে বসিয়া তাহাদের এই দুরবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতে থাকিবে।

এবং সেই মসয় একজন ইমানদার অন্যকে বলিবেন, ধর্ম দ্রোহিরা কি পাপের অনুরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে? আমাদিগে র সহিত যেরূপ বিদ্রুপ করিত, তদনুরূপ কি ফল পাইয়াছে ?

বেহেস্তের বৃক্ষরাশির তলদেশ হইতে বিশুদ্ধ পানি, সুরা, মধু ও দুগ্ধের ঝরণা সকল প্রবাহিত হইবে। বেহেস্তিগণ তথায় কোন রূপ বিপদগ্রস্থ হইবে না, বরং অসীম শান্তিপ্রদ হইবে।

যে ব্যক্তি খোদার সহিত অংশ স্থান (শেরেক) ধর্মদ্রোহিতা (কাফেরি) অমূলক মত অসৎ কামনা, দ্বেষ, হিংসা, আত্মগৌরব, অহঙ্কার, কুটচক্র ও কপট ভাব হইতে পবিত্র হইয়াছেন, শরীর ও বস্ত্র হইতে সমস্ত প্রকার অশুচি ও অপরিচ্ছন্নতা হইতে শুচি ও পরিচ্ছন্ন করিয়াছে এবং জাকাত, ফেৎরা দান করিয়া, সুদ ও উৎকোচ (ঘুষ) গ্রহণ না করিয়া এবং দ্যুতক্রীড়া (জুয়াখেলা) না করিয়া আপন অর্থকে পবিত্র করিয়াছে, তৎপরে তকবীর, কোরাণ পাঠ, তছবিহ ও আত্তাহিয়াতো যোগে নামাজের মধ্যে এবং মন ও রসনা দ্বারা নামাজ ভিন্ন অন্য সময়ে খোদাতায়ালার নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করে, তৎপরে মন ও রসনা সহযোগে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বিনম্র ভাবে খোদাতায়ালার নামাজ সম্পন্ন করে সেই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে পরকালের নানা বিপদ ও মহা অনল হইতে মুক্তি পাইবে। হজরত আলি (রাঃ) এই আয়তদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈদের দিবস ছদকায় ফেৎরা দান করে, তৎপরে পথিমধ্যে ঈদের তকবীর পাঠ করে, অবশেষে ঈদগাহে উপস্থিত হইয়া ঈদের নামাজ সম্পন্ন করে, আশা করি সে ব্যক্তি সুসংবাদ প্রাপ্তির যোগ্য হইবে।

কেয়ামতের দিবস ধর্ম্মদ্রোহিরা লাঞ্চিত ও অপমানিত হইবে, তাহাদের মুখমণ্ডলে লাঞ্ছনা ও অপমানের চিহ্ন প্রকাশিত হইবে। তাহারা

মহাক্লেশজনক কার্য্যেনিক্ষিপ্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িবে। তাহাদিগকে "ছউদ" নামক অগ্নিময় পর্ব্বতের উপর আরোহন করিতে বল প্রয়োগ করা হইবে। উহার উপর হস্ত, পদ রাখা মাত্র ভষ্ম হইয়া যাইবে, তৎক্ষণেই উহা প্রথম শরীরের ন্যায় হইয়া যাইবে, এইরূপ অশেষ যন্ত্রণা সহকারে তাহারা বহুকালে উক্ত পথ অতিক্রম করিবে। তাহাদিগকে অগ্নিময় গলবন্দন ও শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ করা হইবে। তাহারা মহা উত্তপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, উহা অট্টালিকার তুল্য বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিবে।

যেরূপ উষ্ট্র আপাদ মস্তক কর্দ্দমে নিমর্জ্জিত হইয়া যায়, সেই রূপ তাহারা অগ্নিময় সমুদ্রে নিমর্জ্জিত হইবে। তাহাদের শরীরে আগ্নেয় বস্ত্র ও গন্ধকের পিরহান হইবে। তাহাদের মস্তকের উপর আগ্নেয় চন্দ্রতাপ ও তাহাদের বসিবার জন্য আগ্নেয় শয্যা হইবে। ঘন্টার মধ্যে সত্তর বার তাহাদের শরীর ভষ্মীভূত হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেক বারেই উহা প্রথম শরীরের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইবে। হজরত বলিয়াছেন, উক্ত অগ্নিকে প্রথম সহস্র বৎসর উত্তপ্ত করায় শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট হইয়াছিল, তৎপরে সহস্র বৎসর উষ্ণ করায় উহা লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, অবশেষে উহাকে আরও সহস্র বৎসর উত্তপ্ত করায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। যাহারা জাকাত প্রদান করে নাই, তাহাদের ললাট পূর্ব্ব ও পার্শ্বদেশে অগ্নি ময় ফলক দ্বারা চিহ্নিত করা হইবে। চিত্রকরদিগকে তাহাদের চিত্রিত মুর্ত্তিতে আত্মা ফুৎকার করাইতে আদেশ করা হইবে। যাহারা ন্যায্য কথা গোপন করিয়াছিল, তাহাদের মুখমণ্ডলে আগ্নেয় রজ্জু দেওয়া যাইবে।

দোজখের আগ্নেয় বায়ুর উত্তাপ ধর্মদ্রোহীদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তৃষ্ণার সৃষ্টি করিবে, অগত্যা তাহারা 'পীপাসা' 'পীপাসা' করিয়া মহা চীৎকার করিতে থাকিবে, সেই সময়ে তাহা দিগকে অত্যন্ত উষ্ণ

পস্রবনের পানি পান করান হইবে। যদি ঐ পানির এক বিন্দু পর্বতের উপর পতিত হয়, তবে উহা বিগলিত হইয়া যাইবে। যে সময়ে উহা তাহাদের মস্তকের উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে, তখনই তাহাদের উপরের ওষ্ঠ স্ফীত হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত্য এবং নিম্ন ওষ্ঠ স্ফীত হইয়া নাভি পর্য্যন্ত্য লম্বা হইয়া পড়িবে। উহার কিছু অংশ উদরে প্রবেশ করা মাত্র শরীরস্থ মাংস ৪২ বিয়াল্লিশ হস্ত স্ফীত হইয়া যাইবে এবং আৎগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

আগ্নেয় বায়ু ও উত্তপ্ত জলের তাপ ধর্ম্মদ্রোহিদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিবে। তাহারা সহস্র বৎসরের ক্ষুধার যন্ত্রণায় মহাকষ্ঠ ভোগ করিবে। হজরত বলিয়াছেন, ''সেই সময়ে ধর্মদ্রোহিরা কেবল ক্ষুধার যন্ত্রণাকেই দোজখের সমস্ত যন্ত্রণার তুল্য অনুভব করিবে। তাহারা 'ক্ষুধা' 'ক্ষুধা' করিয়া সহস্র বৎসর চীৎকার করার পরে তাহাদের খাদ্যস্বরূপ 'জরি' (এক প্রকার কন্টকময় শুষ্ক তৃণকে 'জরি' বলা হয় উহাতে কালকুট আছে) প্রদান করা হইবে। দোজখের মধ্যে উক্ত তৃণের ন্যায় এক প্রকার কন্টকময় খাদ্য হইবে। উহা মাখাল ফল অপেক্ষা কটু, গলিত মৃতদেহ হইতে অধিক দুর্গন্ধযুক্ত এবং অগ্নি অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইবে।

বেহেস্তিগণ বেহেস্তের অসীম সম্পদ লাভ করিয়া এরূপ আনন্দিত হইবে যে, তাহাদের মুখমণ্ডলে স্ফুর্ত্তি পরিলক্ষিত হইবে বা তাহাদের মুখমণ্ডল সৌন্দর্য্যশালী হইবে।

তাঁহারা পৃথিবীতে সৎকার্য্য সম্পাদনের জন্য যে মহাকষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, বেহেস্তের মধ্যে তাহার মহা সুফল প্রাপ্ত হইয়াছে, এজন্য মহানন্দ লাভ করিবে। তাঁহারা অত্যুচ্চ বেহেস্তের স্থান লাভ করিবেন, কিম্বা বেহেস্তের মধ্যে অত্যুচ্চ পদ লাভ করিবেন।

তাঁহারা বেহেস্তের মধ্যে মিথ্যা কথা, অযথা অপবাদ, কটুক্তি অথবা ধর্মদ্রোহিতা মূলক কথা শ্রবণ করিবেন না। তাঁহারা তথায় মহা সম্পদ লাভ করিয়া খোদাতায়ালার সুখ্যাতি প্রকাশ করিবেন এবং পরস্পরে ছালাম করিবেন। তাহাদের হৃদয় সমুদ্রে তত্ত্বজ্ঞানের মহাস্রোত প্রবাহিত হইবে, তাহারাই প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

তথায় তাহাদের জন্য বহু প্রস্রবণ বাহির হইবে, দুগ্ধ, সুরা, মধু ও বিশুদ্ধ পানি এই চারি প্রকার প্রস্রবণ হইবে। বেহেস্তের প্রস্রবণ সকল মৃগনাভির পর্ব্বত সমুহের নিম্নদেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া বেহেস্তিদের নিকটে পৌঁছিবে।

বেহেস্তের মধ্যে অত্যুচ্চ আসন সকল হইবে, হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, উহা স্বর্ণের আসন হইবে, এবং বহু মূল্য রত্ন দ্বারা মণ্ডিত হইবে। যে সময় কোন বেহেস্তী উহার উপর উপবেশন করিতে ইচ্ছা করিবে, উহা নত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। তৎপরে উহা শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইবে, তাহারা উহার উপর উপবেশন করতঃ খোদাতায়ালার প্রদত্ত রাজ্য ও ঐশ্যর্য্য দর্শন করিবেন।

স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা রত্ন হইতে কঠীন সোরাহি সকল প্রস্রবণের উভয় তীরে স্থাপিত হইবে, তাহারা উহা পান করিবার ইচ্ছা করিলে আপনি ও সুরায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহাদের আসনে বা যে সে স্থানে উপস্থিত হইবে।

তথায় বালিশ সকল সারি সারি ভাবে রাখা হইবে।

তথায় মূল্যবান অতি কোমল শয্যা সকল বিস্তৃত থাকিবে।

**—ঃ সমাপ্ত ঃ—**